বহু কৃতী ছাত্র তৈরি করেছে যে বিদ্যাপীঠ তার গৌরব আজ অস্তাচলে, হাল আমলে ছাত্ররা ক্লাসে যায় অস্ত্র নিয়ে

আশীষ-উর-রহমান শুভ

বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাদ সাহা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কালজয়ী প্রতিভা রায়বাহাদুর ড. দীনেশ চন্দ্র সেন কিংবা ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাতারু ব্রজেন দাসের মতো বহু কৃতী ছাত্র তৈরি করেছে যে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ সেই কেএল জুবিলী হাইস্কুলের অতীত কৃতির গৌরব-গরিমা এখন অস্তাচলে। হাল আমলের ছাত্ররা অস্ত্র নিয়ে স্কুলে যায়, আর শিক্ষকরাও ব্যাচের পর ব্যাচ দলে দলে ছাত্রছাত্রীকে প্রাইভেট পড়িয়ে স্কুলে এসে ক্লান্তি-অবসাদে অবসন্ন হয়ে পড়েন। পড়ানোর আগ্রহ ও শারীরিক সামর্থ্য কোনটিই তাঁদের তেমন থাকে না। কোন মতে নির্ধারিত সময় পার করে দেন। এসব কারণেই বিখ্যাত এই স্কুলটির ফল ক্রমেই অবনত হচ্ছে। পরিণত হয়েছে একটি মাঝারি মানের স্কুলে-এ মূল্যায়ন কেএল জুবিলী হাইস্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষের নিজেরই।

নর্থব্রুক হল রোডের কেএল জুবিলী হাইস্কুল ঢাকার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্কুলগুলোর অন্যতম। আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে শ্রী অনাথবন্ধু মল্লিক ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ঢাকা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়'। এর পর ১৮৭২ সালে বিদ্যালয়টি পরিচালনার দায়িত্ব নেন বালিয়াটির বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল রায় চৌধুরী। ১৮৮৪ সালে তিনি তাঁর পিতা শ্রী জগন্নাথ রায় চৌধুরীর নামে এখানে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। জগন্নাথ কলেজ ১৮৮৭ সালে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউর নতুন ভবনে চলে যায়। সে বছর ছিল

কেএল জুবিলী স্কুল

মহারানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের স্বর্ণজয়ন্তি উৎসবের বছর। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি স্কুলটির পুরনো নাম বদলে দিয়ে নতুন নামকরণ করেন কিশোরী লাল 'জুবিলী হাইস্কুল'।

কেএল জুবিলী হাইস্কুলের সঙ্গে কলেজ শাখা খোলা হয়েছে ১৯৮৬ সাল থেকে। এখন ছাত্রছাত্রী উভয়ই পড়ে এই স্কুলে। প্রভাতী শাখায় ছাত্রী এবং শিশু থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বালক-বালিকা। ছাত্রীসংখ্যা ১৮৫০। দিবা শাখায় তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা ১৬২৫ জন। উভয় শাখায় ৬৮ জন শিক্ষক রয়েছেন। কলেজ শাখার শিক্ষক আলাদা। অধ্যক্ষ ও প্রধান

কে এল জুবিলী স্কুল ও কলেজ ভবন। ইনসেটে ৮ম শ্রেণীর ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক ইস্রাফিল মিয়া —জনকণ্ঠ

শিক্ষক অধ্যাপক মোঃ ইস্রাফিল মিয়া বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণের পর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়েছেন দু'বছর হলো।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ, ড. রাধা গোবিন্দ বসাক, ড. প্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী, ড. জেকে দত্ত, শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী মথুর মোহন চক্রবর্তী, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, গোল্ড মেডেলিস্ট ড. অনীল কুমার পাল, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে প্রথম হয়ে প্রথম স্থান অধিকারকারী ছাত্র ড. নবগোপাল দাসের মতো কৃতী ছাত্র জুবিলী স্কুল থেকে

(৭- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

বহু কৃতী ছাত্র (৮-এর পাতার পর)

আর বের হয় নাঁ। স্বাধীনতার পর থেকেই এ স্কুলের মান নিম্নগামী হয়ে পড়ে। এসএসসির মেধা তালিকায় নাম ওঠেনি ছাত্রছাত্রীদের। পাসের হার কমতে কমতে গত পরীক্ষায় (২০০২ সালের) নেমে এসেছে শতকরা ৬২তে। প্রতিবছরই এ স্কুল থেকে তিন থেকে চার শ' মতো ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাসের গড় হার থাকে শতকরা ৬০/৭০-এর মতো।

মানের অবনতির জন্য প্রথমে নিজেদেরই দুষলেন অধ্যক্ষ ইস্রাফিল মিয়া। শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়িয়ে স্কুলে আসেন ক্লান্ত হয়ে। বাড়িতেই অনেকে ছোটখাটো স্কুলের মতো খুলে বসেছেন। নিজে যে বিষয়ের শিক্ষক তা তো পড়ানই, ছাত্ররা অন্য বিষয় পড়ার জন্য যাতে অন্য কোথাও না যায় সেজন্য বেতন দিয়ে তাঁরা সেখানে লোক নিয়োগ করেন। শুধু আমার স্কুলের ক্ষেত্রে নয়, বহু স্কুলের শিক্ষকরাই এভাবে প্রাইভেট পড়ান। ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের গিয়ে বলে স্কুলে এই এই বাড়ির কাজ দেয়া হয়েছে, তাঁরা সেগুলো করে দেন। ছাত্রছাত্রীরা খাতায় তুলে এনে জমা দেয়। টুকে আনতে যদি কোন ভুলভ্রান্তিও হয়ে যায় ক্লাসে তা ভালভাবে চেক করে দেখারও সময় বা আগ্রহ শিক্ষকদের থাকে না। অধিকাংশ স্কুলেই এটাই পড়ানোর রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। তিনি বললেন, ব্যক্তিগত পর্যায়ের শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি হয় না। ছাত্রছাত্রীরা এটি অর্জন করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়

দৈনিক জনকণ্ঠ